সত্যের সন্ধানে নির্ভীক THE DAILY JUGANTOR

যুগান্তর

আগস্ট ১৪, ২০১১, রবিবার : শ্রাবণ ৩০, ১৪১৮

কঠোর নিরাপত্তার মধ্যেও পল্টনে হিজবুত তাহরিরের ঝটিকা মিছিল

যুগান্-র রিপোর্ট

কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে শনিবার দুপুরে রাজধানীর পল্টনে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন হিজবুত তাহরির ঝটিকা মিছিল বের করেছে। এ সময় পুলিশ বাধা দিলে সংগঠনের নেতাকর্মীদের সঙ্গে ধস্-াধস্- হয়। এতে পুলিশসহ সাত জন আহত হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে ১৬ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তবে গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে কয়েকজন পথচারী রয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিপুল সংখ্যক পুলিশ-র‌্যাব ও গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যদের উপস্থিতিতে কিভাবে হিজবুত তাহরির মিছিল বের করল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

জানা যায়, পূর্ব ঘোষিত সিদ্ধান্- অনুযায়ী শনিবার দুপুর ১২টার দিকে মুক্তাঙ্গনে হিজবুত তাহরির মিছিল সমাবেশ করার কথা ছিল। কিন্তু ভোর ৬টা থেকেই মুক্তাঙ্গন, পল্টনসহ আশপাশের এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ, র‌্যাব ও বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার অন্-ত তিন শতাধিক সদস্য দায়িত্ব পালন করে। নির্ধারিত সময়ে হিজবুত তাহরিরের কোন মিছিল না আসায় পুলিশ কর্মকর্তারা ধরে নিয়েছিলেন তাদের কোন শোডাউন হবে না। এক পর্যায়ে দুপুর ১২টা ৪০ মিনিটে পল্টনের কস্তুরী হোটেলের গলি দিয়ে হিজবুত তাহরির একটি ঝটিকা মিছিল বের করে। ওই সময় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা হতবিহ্বল হয়ে পড়ে। নড়েচড়ে উঠেন পুলিশ কর্মকর্তারা। পুলিশের প্রায় শতাধিক সদস্য মিছিলটি আটকিয়ে বেড়ধক লাঠিচার্জ করতে থাকে। মুহূর্তের মধ্যে মিছিলকারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে বিভিন্ন গলিতে ঢুকার চেষ্টা করে। এ সময় বেশ কয়েকজন কর্মীকে আটক করে লাঠিচার্জ করলে এক কর্মীর মাথা ফেটে যায়। আটককৃতদের মাইক্রোবাসে করে পুলিশ নিয়ে যায়। হিজবুত তাহরিরের অপর একটি মিছিল পল্টন দারুস সালাম আর্কেডের সামনে এলে পুলিশ লাটিচার্জ করে। এতে হিজবুত তাহরিরের সদস্যদের সঙ্গে পুলিশের ধস্-াধস্- হয়। এ সময় হিজবুত তাহরিরের এক সদস্য ইন্সপেক্টর হাজ্জাজের মাথা লক্ষ্য করে ইট নিক্ষেপ করলে তার মাথা ফেটে যায়। এতে পুলিশ আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। এ সময় পুলিশ বেপরোয়াভাবে লাঠিচার্জ করে কয়েকজনকে আটক করতে দেখা গেছে। একই সময় তোপখানা রোডের মেহেরবা পাজার সামনে গলি দিয়ে প্রায় অর্ধশত নেতাকর্মী নিয়ে হিজবুত তাহরির অপর একটি মিছিল বের হলে পুরো এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে আতংক। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাঠির্চাজ করলে মিছিলটি ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। প্রায় আধা ঘণ্টা ধরে পুলিশ ও হিজবুত তাহরিরের সদস্যদের মধ্যে ধস্-াধস্- চললে রাস্-ায় কিছুক্ষণ যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে। দুপুর দেড়টার দিকে এলাকার পরিবেশ শান্- হয়। পুলিশের নির্দেশ অমান্য করার অপরাধে হিজবুত তাহরিরের সদস্য রাদি সফিক (২২), মনিরুল ইসলাম পিয়াস (২০), জামিলুর রহমান (২০), সাব্বির আহম্মেদ ওরফে আকাশ (২১), শাহাবুদ্দিন (২৭), শরিফ শাহ মিরাজ (২৭), আসিফ রহমান (১৮), সৈয়দ জায়িম আবদুলাহ (১৯), এএম সাইয়েদুল ইসলাম (২২), আহম্মেদ নিজাম (২৩), সাফায়েত উলাহ শাওন (১৭), হাবিবুর রহমান (৩৫), মোঃ ফয়সাল (২২), আশিকুর রহমান (২২), জাহিদুল ইসলাম ওরফে জাহিদ (২৯) ও জাহিদ উদ্দিন ওরফে মিলনকে গ্রেফতার করে পল্টন এবং শাহবাগ থানা পুলিশ। আহতদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে কয়েকজন পথচারী রয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। শাহাবুদ্দিন নামে এক ব্যক্তি নিজেকে ফুটপাতের হকার পরিচয় দিয়ে বলেন, মুক্তাঙ্গনের সামনে দিয়ে গুলিস্-ান যাওয়ার পথে পুলিশ তাকে জাপটে ধরে কিলঘুষি মারে। পুলিশ আমাকে হিজবুত তাহরিরের সদস্য আখ্যায়িত করে থানায় নিয়ে যায়। কান্নাজড়িত কণ্ঠে তিনি বলেন, গ্রেফতার করায় পরিবারের সদস্যরা না খেয়ে মরতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সাইদুল ইসলাম রুবেল পল্টন হয়ে কাকরাইল যাচ্ছিলেন। এ সময় পুলিশ তাকে আটক করে ভ্যান গাড়িতে উঠিয়ে বেধড়ক পেটাতে থাকে। রুবেল নিজেকে নির্দোষ দাবি করে বলেন, এসএ পরিবহন থেকে পার্সেল নেয়ার জন্য কাকরাইল যাওয়া হচ্ছিল। বিনা কারণে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে হয়রানি করছে।

পুলিশের উপ-পুলিশ কমিশনার (মতিঝিল জোন) আনোয়ার হোসেন সাংবাদিকদের বলেন, সকাল থেকেই এলাকায় কঠোর নিরাপত্তার বলয় গড়ে তোলা হয়েছিল। হিজবুত তাহরিরের সদস্যরা সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে হঠাৎ মিছিল বের করে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয় পুলিশ। যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এদিকে কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে হিজবুত তাহরির কিভাবে ঝটিকা মিছিল বের করেছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অনেকেই বলেছেন, পুলিশের আস্কারায় তারা ভয়ংকর হয়ে উঠছে।

This page has been printed from the web site of Jugantor (www.jugantor.com).
URL: http://jugantor.us/enews/issue/2011/08/14/news0547.htm

সম্পাদক ও প্রকাশক সালমা ইসলাম, নির্বাহী সম্পাদক সাইফুল আলম
প্রকাশক সালমা ইসলাম কর্তৃক ১২/৭ উত্তর কমলাপুর, (ইডেন মসজিদ সংলগ্ন) ঢাকা ১২১৭ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত ।
পিএবিএক্স ৭১৯৪৭০১-৫, ৭১৯৪০০৪-৫, রিপোর্টিং : ৭১৯৩৯৬৬, বিজ্ঞাপন : ৭১৯৩৩৮১, সার্কুলেশন : ৭১৯৩৯১৮ । ফ্যাক্স : ৭১৯৩৯১৭, ৭১৯৩৯৪০, ৭১৯৩৯৭০, ৭১৯৪০০৯
Developed by i2Soft Solutions Ltd